ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 5 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৮ বছরের স্কুলছাত্র নিমনকে মারধর নিয়ে নানা বিভ্রান্তি

মুন্নী সাহা : ধানমন্ডি বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র নিমনকে (৮) নির্মমভাবে পেটানোর ঘটনা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নিমনকে কে পিটিয়েছে এ প্রশ্নে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনজন মহিলার নাম পাওয়া গেছে। এদের একজন স্কুলের শিক্ষিকা শিউলী খানম দাবি করেছেন, এ ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত নন। অপরজন নিমনের কোচিঙের শিক্ষিকা শাহিদা কবির শিউলী স্বেচ্ছায় পুরো ঘটনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত না থাকলেও নিমনের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষের সম্ভাব্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঠেকাতে তিনি এর দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন। নিমনের পরিবারের সঙ্গে আলোচনাক্রমেই তিনি এটা করেছেন বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে নিমনের দাদী দাবি করেছেন, এ নির্মম ঘটনা ঘটিয়েছেন স্বয়ং নিমনের মা কাঁকন। গতকাল দুপুরে প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সামনে নিমনের মা কাঁকন বলেন, 'আমার ভুল হয়েছে। শিউলী খানম নয়, শাহিদা কবীর শিউলিই নিমনকে পিটিয়েছেন।'

উল্লেখ্য, গত শনিবার শিশু নিমনের দাদু হাজি হাবিবুর রহমান নিমনকে তার স্কুলের শিক্ষিকা পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। গতকাল ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে নিমনের দাদু হাজি হাবিবুর রহমান বলেছেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের আপোস হয়ে গেছে। আসলে কোচিঙের শিক্ষিকা শাহিদা কবীর শিউলি এ কাজ করেছেন। ভুলবশত স্কুলের শিক্ষিকার নামে অভিযোগ করেছি।'

এ ব্যাপারে কোচিঙের শিক্ষিকা শাহিদা কবীর শিউলির কাছে জানতে চাইলে প্রথমে তিনি জোরের সঙ্গেই স্বীকার করেন, নিমনকে তিনি পিটিয়েছেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে গতকাল তিনি এ মর্মে লিখিতও দিয়ে এসেছেন। মিসেস শাহিদা কবীরের সঙ্গে আলাপকালে সেখানে উপস্থিত নিমনের দাদী মিসেস হাবিবুর রহমান এই প্রতিবেদককে জানান, ছেলের মা কাঁকনই এ কাজ করেছেন। স্কুল ছুটির পরে কোচিঙের শিক্ষিকার বাড়িতে এনে তিনি শিশুটিকে এভাবে পিটিয়েছেন।

মিসেস হাবিবুর রহমানের দেওয়া এ তথ্যে এক পর্যায়ে সায় দেন, কোচিঙের শিক্ষিকা শাহিদা কবির শিউলিও। মিসেস রহমান জানান, ঘটনার সময় তিনি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে থানা পুলিশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি এ সম্পর্কে জেনেছেন। কাঁকনই এসে তাকে এটা জানিয়েছেন। নিমনকে না পিটিয়েও সেচ্ছায় এ অভিযোগ ঘাড়ে নেওয়ার ব্যাপারে 'শাহিদা কবির শিউলি বলেন, 'স্কুলে, নিমনের কোনো অসুবিধা হতে পারে, ওকে স্কুল থেকে বের করে দিতে পারে, এ ভয়ে আমি নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়েছি।'

মিসেস হাবিবুর রহমানের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় নিমনের মা-ই নিমনকে মেরেছেন এবং ঘটনাটি ঘটেছে কোচিঙের শিক্ষিকার বাড়িতে। সেক্ষেত্রে মা কেন নিজের দোষ স্বীকার না করে বরং আরেকটি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন? এ প্রশ্নের জবাবে কোচিং শিক্ষিকা জানান, ঘটনাক্রমে তার নামের সঙ্গে স্কুলের শিক্ষিকার নামটি মিলে গেছে। ফলে মায়ের চেয়ে তিনি দায়িত্ব নিলে ব্যাপারটি সহজ হয়। সে কারণে তিনি এটা করেছেন।

নিমনের মা এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে মিসেস হাবিবুর রহমান যে দাবি করছেন, সে ব্যাপারে হাজি হাবিবুর রহমান গতকাল বিকালে বলেন, 'আমি এটা এখন শুনলাম। হবে হয়তো।' নিমনকে পেটানোর ঘটনা বলতে গিয়ে মিসেস হাবিবুর রহমান বলেন, সেদিন নিমন স্কুলে টেনিস বল নিয়ে গিয়েছিল। স্কুলে খেলনা নেওয়া নিষেধ বলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষিকা শিউলি খানম সম্ভবত নিমনের মা কাঁকনকে ডাকিয়ে নেন এবং ছেলেকে শাসন করার কথা বলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই শাসন করার জন্য কাঁকন ছেলেকে কোচিং শিক্ষিকা শিউলির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মারধর করেন। বাড়িতে ফিরে এলে নিমনের দাদু এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে কাঁকনই চট করে শিউলি খানমের কথা বলেন।

এ ব্যাপারে ধানমন্ডি বয়েজ স্কুলের শিক্ষিকা শিউলি খানম বলেন, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। পত্রিকায় সংবাদ দেখে তিনি বিস্মিত হন। ঘটনার দিন নিমন ক্লাসে বল নিয়ে গেছিল কিনা সেটাও তিনি জানেন না। এমন কি নিমনের মায়ের সঙ্গেও তার পরিচয় নেই।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ খান বলেন, ওয়েটিং রুমে সব শিক্ষিকারা থাকেন। আর নিমনকে যেভাবে মারা হয়েছে, কোনো স্কুলে অন্যান্য শিক্ষিকা-অভিভাবকদের সামনে এভাবে পেটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া রক্তাক্ত অবস্থায় নিমনকে স্কুল থেকে নেওয়ার সময় অন্য অভিভাবকদের চোখে বিষয়টি অবশ্যই পড়তো। তিনি আরো বলেন, 'ঘটনা আমার স্কুলে ঘটেনি।'